কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ০৫

# বৃক্ষ মানব

মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ০৫

# বৃক্ষ মানব


| | |
|---|---|
| রচনা | মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস |
| রচনাকাল | ২০২০ |
| স্বত্ব | মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস |
| ই-বই গ্রন্থনা | মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস |
| গ্রন্থন কাল | সেপ্টেম্বর, ২০২০ |
| প্রচ্ছদ | মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস |
| অলংকরণ | মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস |
| কম্পোজ | মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস |

সূচিপত্র


| কবিতাক্রম | কবিতার প্রথম চরণ/শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| কাহাফেক ০২৫২: | রাতের জমিন পড়লে ঢাকা | ০৭ |
| কাহাফেক ০২৫৩: | দেহতরির দুই আরোহী | ০৭ |
| কাহাফেক ০২৫৪: | জ্ঞানীর কাছে বিদ্যা গেলে | ০৮ |
| কাহাফেক ০২৫৫: | আমায় তুমি বেগে পেয়ে | ০৮ |
| কাহাফেক ০২৫৬: | বৃক্ষ জীবন সফল বলি | ০৯ |
| কাহাফেক ০২৫৭: | গাছের শাখা যেমন করে | ১০ |
| কাহাফেক ০২৫৮: | কাগজ দিয়ে বানানো ফুল | ১০ |
| কাহাফেক ২৫৫৯/১: | একটি নিরেট পাথর-বাটি | ১১ |
| কাহাফেক ২৫৫৯/২: | যতোই কাবু হওনা সখা | ১১ |
| কাহাফেক ০২৬০: | চাইনা কারও দয়ার দানে | ১২ |
| কাহাফেক ২৫৬১/১: | এই দুনিয়ায় সকল দিকে | ১৩ |
| কাহাফেক ২৫৬১/২: | তরঙ্গিণীর উর্মি ভয়াল | ১৩ |
| কাহাফেক ০২৬২: | মুখটা মনের আয়না যে নয় | ১৪ |
| কাহাফেক ০২৬৩: | আইন পাশের সময়সীমা | ১৫ |
| কাহাফেক ০২৬৪: | ভুলের মাশুল | ১৬ |
| কাহাফেক ০২৬৫: | হক্কার উপকারিতা | ১৭ |
| কাহাফেক ০২৬৬: | আমার আমার বলি সবাই | ১৮ |
| কাহাফেক ০২৬৭: | ফেবুতে আজ নোটিশ পেলাম | ২০ |
| কাহাফেক ০২৬৮: | জলের কাছে বক বসে রয় | ২০ |
| কাহাফেক ০২৬৯: | ভালোবাসার মোহন বুলি | ২২ |
| কাহাফেক ০২৭০: | চলতে হবে এই চেতনা | ২৩ |
| কাহাফেক ০২৭১: | মশারির দোষ নেই গুনে নেই জুড়ি | ২৪ |
| কাহাফেক ০২৭২: | শুভ হোক জন্মদিন | ২৪ |
| কাহাফেক ০২৭৩: | যা কিছু বাঁচার অভিলাষী | ২৫ |
| কাহাফেক ০২৭৪: | যতো জয় ততো ক্ষয় | ২৫ |

| | | |
|---|---|---|
| কাহাফেক ০২৭৫: | একমুঠো ভাত একটা রুটি | ২৫ |
| কাহাফেক ০২৭৬: | নকলবাজি | ২৭ |
| কাহাফেক ০২৭৭: | হতাশার সাগরের জলে | ২৮ |
| কাহাফেক ০২৭৮: | কিতাবের কথাগুলো | ২৯ |
| কাহাফেক ০২৭৯: | চাঁদনী রাতে জোছনা এসে | ৩০ |
| কাহাফেক ২৮০/১: | নষ্টেরা চিরদিন | ৩০ |
| কাহাফেক ২৮০/২: | সত্যটা মিথ্যেটা | ৩১ |
| কাহাফেক ০২৮১: | বিশটা মিনিট কাটলো ঘোরে | ৩১ |
| কাহাফেক ০২৮২: | স্বর্গ থেকে আসলি পাখি | ৩২ |
| কাহাফেক ০২৮৩: | গল্পতো নয় সত্যি কথা | ৩৩ |
| কাহাফেক ০২৮৪: | আসা যাওয়ার এই দুনিয়ায় | ৩৪ |
| কাহাফেক ০২৮৫: | চিরদিন গরুটাকে | ৩৫ |
| কাহাফেক ০২৮৬: | ঘাসের মাঠে শ্যামল তরু | ৩৬ |
| কাহাফেক ০২৮৭: | ভাবের সাথে ভাব জমেছে | ৩৭ |
| কাহাফেক ০২৮৮: | বিশ্বে আজি প্রমাণিত | ৩৭ |
| কাহাফেক ০২৮৯: | মানুষরূপে প্রভু আমায় | ৩৯ |
| কাহাফেক ০২৯০: | নবীন মনে প্রবীণ তরে | ৪০ |
| কাহাফেক ০২৯১: | প্রভুর দয়ায় বৃক্ষ লাগাই | ৪১ |
| কাহাফেক ০২৯২: | চাষা বলে ত্যাজ্য করি | ৪২ |
| কাহাফেক ০২৯৩: | কবিমন ছুটে যায় | ৪৩ |
| কাহাফেক ০২৯৪: | যুদ্ধে কেহ চাইলে বিজয় | ৪৪ |
| কাহাফেক ০২৯৫: | মাংশাসী প্রাণিকুল যত | ৪৪ |
| কাহাফেক ০২৯৬: | সময় যদি পাথর হতো | ৪৬ |
| কাহাফেক ০২৯৭: | প্রেম-পিয়াসি হৃদ-জমিনে | ৪৭ |
| কাহাফেক ০২৯৮: | ছিলে তুই প্রজাপতি | ৪৮ |
| কাহাফেক ০২৯৯: | বাবা দিবস ও মা দিবস | ৪৯ |

| | | |
|---|---|---|
| কাহাফেক ০৩০০: | প্রবীণের অধিকার ও বৃদ্ধাশ্রম | ৫০ |
| কাহাফেক ০৩০১: | দীর্ঘজীবন কাটিয়ে কাজে | ৫১ |
| কাহাফেক ০৩০২: | বাঁচলে মানুষ বদলাবে রূপ | ৫২ |
| কাহাফেক ০৩০৩: | বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধাশ্রম বলে | ৫২ |
| কাহাফেক ০৩০৪: | কবি নই কথা কই | ৫৩ |
| কাহাফেক ০৩০৫: | বড়কবি ছোটকবি | ৫৩ |
| কাহাফেক ০৩০৬: | জীবন যদিও জোয়ার আনে | ৫৪ |
| কাহাফেক ০৩০৭: | এইতো সেদিন | ৫৪ |
| কাহাফেক ০৩০৮: | শৈশব হারিয়ে | ৫৫ |
| কাহাফেক ০৩০৯: | আজকে ফেবু জানিয়ে দিলো | ৫৬ |
| কাহাফেক ০৩১০: | আলোর মুকুট মাথায় পরে | ৫৬ |
| কাহাফেক ০৩১১: | খলসে মাছের সাধ ছিল খুব | ৫৭ |
| কাহাফেক ০৩১২: | চিত্ত ভরা ভুবন জোড়া | ৫৮ |
| কাহাফেক ০৩১৩: | সময় যোনো আজকে পাথর | ৫৯ |
| কাহাফেক ০৩১৪: | জমি বাড়ি আসন কড়ি | ৬০ |
| কাহাফেক ০৩১৫: | চুলে কলপ মনেত্ব রঙ | ৬১ |
| কাহাফেক ০৩১৬: | যন্ত্রগুলো মন্ত্রবলে | ৬১ |
| কাহাফেক ০৩১৭: | এবার ঈদে আসবে না কেউ | ৬২ |
| কাহাফেক ০৩১৮: | কানে শুধু নয়কো তুলো | ৬৩ |
| কাহাফেক ০৩১৯: | একটা দুটা শাহেদ খালেদ | ৬৩ |
| কাহাফেক ০৩২০: | কণ্ঠে কবির সত্য কথা | ৬৫ |
| কাহাফেক ০৩২১: | বৃক্ষ মানব | ৬৬ |

কাহাফেক ০২৫২:

## রাতের জমিন পড়লে ঢাকা

রাতের জমিন পড়লে ঢাকা
অন্ধকারের চাদর গায়ে;
যায় হারিয়ে জীবন তরি
ঘুমের দেশে মরণ নায়ে।

আঁধার আনে খন্ড মরণ
তাই বলে নয় জীবন হীন;
তিমির শেষে মিহির আলোয়
উঠবে জেগে নতুন দিন।

কাহাফেক ০২৫৩:

## দেহতরির দুই আরোহী

দেহতরির দুই আরোহী
জীবন মরণ একত্রে বাস;
জীবন চলে যাবার পরে
মৃত্যু করে আত্মপ্রকাশ ।

কাহাফেক ০২৫৪:

## জ্ঞানীর কাছে বিদ্যা গেলে

জ্ঞানীর কাছে বিদ্যা গেলে
ভালোর উপর ভালোই হয়;
বোকার কাছে বিদ্যা গেলে
বোকামীতেই প্রয়োগ হয়।

কাহাফেক ০২৫৫:

## আমায় তুমি বেগে পেয়ে

আমায় তুমি বেগে পেয়ে
রাগে আগুন মারছো লাঠি
সেই লাঠিতেই তোমার কভু
যেতে পারে কপাল ফাটি।

লাঠিয়ালের লাঠির ঘায়ে
কত চাষার কপাল ফাটে
আর সে লেঠেল শেষ বেলাতে
সেই লাঠির-ই ভরে হাঁটে।

যে লাঠি আজ ধরলে তুমি
নও-জোয়ানি  শক্তি তেজে
একদা সেই লাঠি তোমার
পড়তে পারে নিজের লেজে।

কাহাফেক ০২৫৬:

## বৃক্ষ জীবন সফল বলি

বৃক্ষ জীবন সফল বলি
পুষ্প বিকাশ ফল প্রদানে
আর বিলানো পাণের বায়ু
কাঠ উপচয় যোগান দানে।

প্রয়োজনে লাগাই বাঁচাই
প্রয়োজনেই বৃক্ষ কাটি
একটি কাটার কান্না রেখে
লাগাই বাঁচাই হাজার কটি ।

কাহাফেক ০২৫৭:

## গাছের শাখা যেমন করে

গাছের শাখা যেমন করে
ফলের ভারে নুয়ে পড়ে
বিদ্যা গুণে বড়ো তেমন
হয় স্থিতধী বিনয়ভারে।

কাহাফেক ০২৫৮:

## কাগজ দিয়ে বানানো ফুল

কাগজ দিয়ে বানানো ফুল
দেখতে যতো হোক মনোহর
এ যে নকল নয় যে খাঁটি
চিনতে পারে তাকে ভ্রমর।

কাহাফেক ০২৫৯/১

## একটি নিরেট পাথর-বাটি

একটি নিরেট পাথর-বাটি
অটুট থাকে লক্ষ ঝড়ে;
লক্ষ মাটির পাত্র সুঠাম
ক্ষণিক ঝড়েই ভেঙে পড়ে।

মসনদে যে অধিষ্ঠিত
দম্ভ যদি না ছুঁয় তাকে
পাথরবাটি হয়ে সেজন
অনন্তকাল টিকে থাকে।

কাহাফেক ০২৫৯/২:

## যতোই কাবু হওনা সখা

যতোই কাবু হওনা সখা
ক্ষান্ত দিতে বলবে না ;
বলবে বরং লিখতে আবার
এরূপ লেখা চলবে না।

আগে লিখার পাইনি তাগিদ
পাইনি এমন লিখার খাতা;
এখন তুমি উৎসাহ দাও
ফেবুদেয়াল  ফেবুমিতা।

কাহাফেক ০২৬০:

## চাইনা কারও দয়ার দানে

চাইনা কারও দয়ার দানে
হৃষ্ট হতে এই ধরায়
চাই কেবলি প্রভুর দয়া
তুষ্ট থাকি তাঁর কণায়।

সৃষ্ট তুমিও সেই প্রভুর-ই
সৃষ্টি যিনি করেন আমায়
মন  যদি চায় কিছু দিতে
কেবল দিয়ো  ভালোবাসাই।

কাহাফেক ০২৬১/১:

## এই দুনিয়ায় সকল দিকে

এই দুনিয়ায় সকল দিকে
যাদের শুধু প্রাপ্তিযোগ
খোদার তারা সেরা বান্দা
ভেবে নেবার নাই সুযোগ।

পাপীর নাকে নেইকো রশি
বল্গাছাড়া অশ্ব যেমন
ছুটছে পাপের পাপ্তিলোকে
দাপিয়ে ঘুরে বিশ্বে তেমন।

কাহাফেক ০২৬১/২:

## তরঙ্গিণীর উর্মি ভয়াল

তরঙ্গিণীর উর্মি ভয়াল
দিকবলয়ে নেইকো আশা;
ভাবছি তরি চলবে  নাকি
ডুবিয়ে দেবে ভয় নিরাশা!

চালিয়ে নিতে বলছো সখা
ধন্যবাদের নেইকো ভাষা;
তোমার মতো সারা জীবন
কে দিয়েছে ভালোবাসা?

কাহাফেক ০২৬২:

## মুখটা মনের আয়না যে নয়

মুখটা মনের আয়না যে নয়
শুনছি গানে কবিতায়;
দেখছি না মন কেউ কখনো
হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পায়।

মন দেখা যায় আচরণে
কাজের ধরণ মহিমায়;
মন ছুঁতে চাও জানবে কেবল
মন দিয়ে মন ছোঁয়া যায়।

কাহাফেক ০২৬৩ :

## আইন পাশের সময়সীমা

আইন পাশের সময়সীমা
আরো আছে এক বছর;
ফাইন ছাড়াই হাসির দিকে
দেয়া যাবে নেক নজর ।

হাসির দিকে নজর দিতেই
করলে কাজী ফাইন
আপন মানুষ তাও যে হবে
ভাঙতে রাজি আইন।

কাহাফেক ০২৬৪:

## ভুলের মাশুল

ভুলো মনে ভুল করেছি
ভুলের উপর ভুল;
ভুলের গাছে ফুল ফুটেছে
ফল পেকে তুল তুল।

ভুলের ফলে পোকার বাসা
ওয়াক থু খেতে মানা;
ভুলের ফাঁদে পা বাড়ালে
মরতে হবে জানা।

ভুলগুলো সব চিত্তহরণ
ঝলমলে তাঁর রূপ
ভুলের রূপে ভুল করলেই
অন্ধ মৃত্যু কূপ।

তবুও যখন ভুল হয়েছে
আসল গেছি ভুলে
তাইতো ভুলের মাশুল গোনে
চড়তে হবে শূলে।

কাহাফেক ০২৬৫:

## হুক্কার উপকারিতা

হুক্কা ছিল যন্ত্র প্রাচীন
খোলের ভেতর জল ;
তামাক থেকে বিষের ধোঁয়া
শোধন করার কল।

তামাক খেতে আজকাল তো
হুক্কা গেছে উঠে ;
তামাক পাতা দাঁতে চিবায়
চুরুট বিড়ি ঠোঁটে ।

ঘরে ঘরে তাই দেখা যায়
হাঁফানি ক্যান্সার;
তামাক জাত ব্যাধি থেকে
নাই যে নিস্তার।

হক্কা ব্যবহারের ফলে
প্রাচীন কালের লোকে ;
বেঁচে যেতো তামাক খাবার
বিপদ আপদ থেকে।

ভাবতে গেলে অবাক লাগে
কত্তো জ্ঞানী তিনি;
হক্কা নামক যন্ত্রখানির
আবিষ্কারক যিনি।

কাহাফেক ০২৬৬:

## আমার আমার বলি সবাই

আমার আমার বলি সবাই
আমিই কিন্তু আমার নই;
পরম দয়াল আল্লাহ পাকের
আমি সহ সমস্তই।

আমি নাকি এক ফোটা জল
তাও কিন্তু আমি নই;
আমার আদি আমার অন্ত
আল্লাহ্ পাকের সমস্তই।

আমার জন্ম আমার মৃত্যু
আমার চলন বলন সব;
আমার তা নয়- আল্লাহ্ পাকের
দয়া দানের মহোৎসব ।

যা কিছুতে সৃজন আমি
ভোগ্য সকল আমার যা ;
সকল কিছু খোদার-ই দান
কোন কিছুই আমার না।

সংখ্যাতীত এ নাজ নিয়ামত
পেয়ে বিনা প্রার্থনায়;
উচিত কি নয় মগ্ন থাকি
কৃতজ্ঞতা-শোকরিয়ায় ?

কাহাফেক ০২৬৭:

## ফেবুতে আজ নোটিশ পেলাম

ফেবুতে আজ নোটিশ পেলাম
ঘুম থেকে তা জেগেই দেখি;
ফেবু সুহৃদ এলেন ধরায়
আজকে শুভ দিনেই নাকি।

নাই বা থাকুন পরিচিতি
দেখাই কভু  নাইবা হলো;
লিখে দিলাম হৃদজমিনে
সারা জীবন থাকুন ভালো।

কাহাফেক ০২৬৮:

## জলের কাছে বক বসে রয়

জলের কাছে বক বসে রয়
একটি পুঁঠি পাবার আশায়;
একটা কিছু পেতে মানুষ
ফাঁদ পেতে রয় ভালোবাসায়।

স্বার্থ দোহন করতে পুষে
ফলের তরু দুধের গাই;
কেবল মায়ের ভালোবাসায়
কিছু পাবার স্বার্থ নাই।

পুনশ্চ

স্বার্থ যদি থেকেও থাকে
থাকুক তাতে কিই বা ক্ষতি
তাই বলে কি রুদ্ধ হবে
এই জীবনের চলার গতি?

স্বার্থটুকু বজায় রেখে
পারস্পরিক বুঝাপড়ায়
মানব জীবন যাক এগিয়ে
সমাজনীতির সার্থকতায়।

কাহাফেক ০২৬৯:

## ভালোবাসার মোহন বুলি

ভালোবাসার মোহন বুলি
আউড়ে এসে যে হাত বাড়ায়;
জানোনা সে হাত তোমাকে
স্বর্গ নরক নিবে কোথায়?

ভালোবাসার মুক্তো যেনো
টলটলে জল কচুপাতায়;
একটু হাওয়া দোলা দিতেই
যায় হারিয়ে খরচ খাতায়।

মানুষ বলেই চিত্ত দোলে
টলমলানো অস্থিরতায়;
মূল্য দেয়ার সময় কখন
সরল মনের ভালোবাসায়?

হয়তো সে হাত তোমায় নিয়ে
মত্ত হবে ধ্বংস খেলায়;
হতেও পারে হাত দু'খানা
বুকে নিয়ে তুলবে তোমায়।

তাই ভেবো হে সরলমনা
বিচার বুদ্ধি নিরীক্ষায় ;
দেবতা না দত্যি সে জন
মন সপেছো কার দু'পায়?

কাহাফেক ০২৭০:

## চলতে হবে এই চেতনা

চলতে হবে এই চেতনা
নিজের ভেতর রাখতে হয়;
চলার মাঝে মনের খুশী
আনন্দ সুখ থাকতে হয় ।

চলা যদি বিষন্নতা
ক্লান্তি দুঃখের কারণ হয়;
দায়সারা সেই চলার গতি
বিনাশ দিয়ে ইতি হয়।

কাহাফেক ০২৭১:

## মশারির দোষ নেই

মশারির দোষ নেই গুনে নেই জুড়ি
সমাদরে তারে তাই বিছানায় জুড়ি।

মশাদের দংশনে প্রতিকার সোজা
মশারিটা বিছানাইয় ভাল ভাবে গোঁজা।

মশারিটা আছে বলে বেঁচে যায় প্রাণ,
মশাও মরে না শুধু গেয়ে যায় গান।

মনে তাই আফসোস কেন মিছে ভাই
মহাসুখে সকলেই মশারি টানাই।

কাহাফেক ০২৭২:

## শুভ হোক জন্মদিন

শুভ হোক জন্মদিন
জীবনটা হোক অমলিন ।
দুঃখ-ব্যাথা চিহ্নহীন
সুখে থেকো চিরদিন।

কাহাফেক ০২৭৩:

## যা কিছু বাঁচার অভিলাষী

যা কিছু বাঁচার অভিলাষী,
তাকেও তো গ্রাস করে ক্ষয়
তুমি কিছু চাও বা না চাও,
সময়কে মেনে নিতে হয়।

কাহাফেক ০২৭৪:

## যতো জয় ততো ক্ষয়

যতো জয় ততো ক্ষয় অব্যয় কিছু না,
যতো আশ ততো নাশ  অবিনাশী কিছু না,
যতো জীব নির্জীব হয় শব মরণে,
কাল শেষে সবে এসে ঠাঁই প্রভু-শরণে।

কাহাফেক ০২৭৫:

## একমুঠো ভাত একটা রুটি

একমুঠো ভাত একটা রুটি
পেলেই যারা তুষ্ট থাকে;
শত খেটেও কষ্টে তারা
সারা জীবন ধুকতে থাকে।

তাঁদের শ্রমের কড়ি দিতে
ফন্দি আঁটে কম দেবার;
ধনিক বণিক পুঁজিপতির
এই হামাশা লোকাচার।

হে ধনীরা খাচ্ছো লহু
দীন দুঃখীদের মটকে ঘার;
আসবে না কি দিন কখনো
বুঝিয়ে দিতে হিসেব তাঁর ?

খাচ্ছো খাদক ধনীর দুলাল
আস্ত মোরগ মাটন কারি;
নয় তা শুধু এফবি ওয়ালে
দিচ্ছো আবার ছবি তারি।

খাদ্য খাদন প্রদর্শনে
করছো খাদক মহাপাপ;
বদলাবে দিন থাকবে সেদিন
শুধুই তোমার মনস্তাপ।

কাহাফেক ০২৭৬:

## নকলবাজি

সদ্য স্বাধীন দেশে যেদিন নকল শুরু পরীক্ষায়
বুঝতে হতো যুব সমাজ নেই স্বাধীনের চেতনায়।

তিরিশ লক্ষ প্রাণের দামে কেনা মুক্তি মহিমায়
কালো কালির প্রথম আঁচড় গণনকল পরীক্ষায়।

ছাত্র নামের পাত্র যখন নকল করে পরীক্ষায়
তাদের গুরুর দায় ছিল কী কষ্ট-কঠিন সমীক্ষায়?

তাইতো গুরু খাতা দেখার ঝুট ঝামেলা দিয়ে বাদ
কল্প স্কোরের গল্প লিখে দায় সেরেছেন নির্বিবাদ।

আজো যদি তেমন চলে স্বাধীন দেশে দাসের বাস
হিসেব মেলা দূরের কথা খাবে মানুষ গরুর ঘাষ।

কাহাফেক ০২৭৭:

## হতাশার সাগরের জলে

হতাশার সাগরের জলে যদি পড়ে যাই
হাতে পায়ে জল টেনে আশা যদি বেঁচে যাই।

ঢেউ এসে দেয় ঘাত ডুবি ভাসি খাবি খাই
বিধাতার নাম জপি যেথা কোন রাহা নাই।

নিরাশা ও হতাশায় যেথা কোন দিশা নাই
সেইখানে আশা তরি আরো বেশী বেয়ে যাই।

কাহাফেক ০২৭৮:

# কিতাবের কথাগুলো

কিতাবের কথাগুলো ভাল বলে বললেন
তাও কেন সে কিতাব বিনাশিতে চাইলেন ?

কিতাবের ভালোকথা রূপায়ন না হলে
দোষটুকু  কিতাবের গায়ে দেয়া কি চলে ?

সমাজের বাজে লোক বিপরীত ভালোটার
কিতাবের ভালোটাকে ভালো নয় ঠেকে তার।

ফাঁদে পড়ে কবি যদি গলা সাধে মন্দের
আরো দ্রুত হবে দেশ আঁধারি ও অন্ধের।

কবিদের আছে দায় ভুললে কি চলবে ?
কবিরাই ভালোকথা চিরদিন বলবে।

কিতাবের ভালো যদি কারো লাগে মন্দ ;
কবি যেনো আনে সেথা  ভালো সুর ও ছন্দ ।

কাহাফেক ০২৭৯:

## চাঁদনী রাতে জোছনা এসে

চাঁদনী রাতে জোছনা এসে
পড়ছে ধরায় লুটি ;
কবির হৃদয় চন্দ্রাহত
ঘুম নিয়েছে ছুটি।

কাব্যদেবী কবির চোখে
স্বপ্ন দিয়ে গেলো;
তাইতো হৃদে উঠলো জেগে
সৃষ্টি সুখের আলো।

কাহাফেক ০২৮০/১:

## নষ্টেরা চিরদিন নষ্টই থাকে

নষ্টেরা চিরদিন নষ্টই থাকে
মহামারী বোধোদয় দেয় নাকো তাকে।
যদি সবে ভালো হতো বেশ হতো তাইতো
মনে দুঃখ একটাই মোরা ভালো নইতো।

কাহাফেক ০২৮০/২:

## সত্যটা মিথ্যেটা

সত্যটা মিথ্যেটা জানা বড়ো শক্ত
সংবাদ শিরোনাম যেথা পাকাপোক্ত।

বিচারের আদালত তদন্ত আচ্ছা
বলে দেবে আগামীতে মিথ্যা কি সাচ্চা।

তার আগে কথা নেই দেখি পরে কিবা হয়
ঈমানটা রেখে দিই ধৈর্য্যের পরিচয়।

কাহাফেক ০২৮১:

## বিশটা মিনিট কাটলো ঘোরে

বিশটা মিনিট কাটলো ঘোরে
শেষটা কী হয় জানতে পড়ি
শেষে যখন হয়নি কিছুই
আফসোসে হায় কী যে করি।

তাও তাকে না দোষ দিতে চাই
দোষ আমারি জানতে চাওয়ার
তাইতো এমন ঘোল খাওয়া হয়
গল্প পড়ে প্রায়ই আমার।

বলবো এখন গল্পকারের
ইচ্ছেমতি মনের কাছে
গল্পটা কি এই টুকুনই
নাকি আরো অনেক আছে ?

কাহাফেক ০২৮২:

## স্বর্গ থেকে আসলি পাখি

স্বর্গ থেকে আসলি পাখি
ডানায় কেটে মেঘের জল
ছড়িয়ে সোনা পল্লীপথে
তোর নয়নের রূপ-কাজল।

ওরে আমার লক্ষী সোনা
চাঁদের কণা প্রাণ-কাজল
তোর কচি-পার সুর-নূপুরে
হোক আগামীর দিন সফল।

কাহাফেক ০২৮৩:

## গল্পতো নয় সত্যি কথা

গল্পতো নয় সত্যি কথা
চাঁদ সুরুজ ও তারার মতোন;
আঁধার কালো অমানিশায়
আশার আলো রশ্মি যেমন।

কে বলে নেই মানবতা
শুধুই আছে দত্যি দানো ?
মানুষ আজো আছে বলেই
বাঁচার আশা পাই এখনো।

কাহাফেক ০২৮৪:

## আসা যাওয়ার এই দুনিয়ায়

আসা যাওয়ার এই দুনিয়ায়
আসেনা আর যে যায় চলে ;
আপন জনের বিয়োগ ব্যাথায়
বাঁধ মানে না চোখের জলে ।

সে জল চোখে যায় শুখিয়ে
যায় হারিয়ে যদি অনুজ;
সেই হারানো এতোই বড়ো
যায় না দেয়া মনকে যে বুঝ ।

তবু যে মন বাঁধতে হবে
বাঁচতে হবে চোখের জলে;
স্মৃতির পাথর চাপা থেকে
কী ফল হবে নিথর হলে ?

কাহাফেক ০২৮৫:

## চিরদিন গরুটাকে

চিরদিন গরুটাকে
গরু বলে জেনেছি,
আজ আর গোরু তাই
বলতে না চাইছি।

ঈদ যদি ইদ হয়
নাই তাতে কাজ,
ঈদ নিয়ে টানাটানি
চাই নাতো আজ।

কোরবানী দিয়ে আসা
কোরবানি কেন?
নিপাতনে ঠিক থাকে
আদিরূপ যেন ।

কাহাফেক ০২৮৬:

## ঘাসের মাঠে শ্যামল তরু

ঘাসের মাঠে শ্যামল তরু
কবি হেথায় স্নিগ্ধ মুখে
দাঁড়িয়ে আছে উদ্ভাসিত
কাব্যদোলা সিক্ত বুকে।

কবির পাশে মুখোশ পড়ে
অস্ত্রধারী সান্ত্রীত্রয়
কবির মুখে নেইকো মুখোশ
সেও কথাটি ত্রস্তে কয়।

ভাবছে বুঝি কবির কাছে
জিজ্ঞাসিবে সমাচার
কবি কেন ভাংছে নিয়ম
যেথায় মুখে মাস্ক সবার !

কাহাফেক ০২৮৭:

## ভাবের সাথে ভাব জমেছে

ভাবের সাথে ভাব জমেছে স্মৃতির কণা তর্পণে
হেথায় এসে আঁকলো ছবি হৃদয় নিলয় দর্পণে।
স্মৃতির ছবি কাতর হয়ে কলম-তুলির বিন্যাসে
কাব্য হয়ে কষ্ট কবির নাচে ভাবের উদ্ভাসে।

একটি দেখো ছোট্ট মতোন শব্দ'কটি কবিতার
খুঁজলে পাবে এর গহীনে কবির স্মৃতি যন্ত্রণার ।
পুষলে পাখি খাঁচায় বসে যদিও শুনো গান করে
জানো কি তাঁর বনের স্মৃতি এমন করেই নির্ঝরে?

কাহাফেক ০২৮৮:

## বিশ্বে আজি প্রমাণিত

বিশ্বে আজি প্রমাণিত
শ্রেষ্ঠ জাতি বাংলাদেশী
কম কিছুতে নেইকো মোরা
সব কিছুতে বেশী বেশী।

সাহস বেশী সাহসীদের
ভীতুর মনে ভয় বেশী
ক্ষয়িষ্ণুদের ক্ষয় বেশী আর
বিজয়ীদের জয় বেশী।

অভাব বেশী ধনীজনের
আমজনতার রোগ বেশী
সুখীলোকের সুখ বেশী
আর দুঃখীর ঘরে দুঃখ বেশী।

ভূমি মানুষ অনুপাতে বাং
লাদেশে লোক বেশী
সুযোগ পেলে পরস্পরের
রক্তচোষার ঝোঁক বেশী।

আর বেশীটা বলতে না চাই
বলি যদি আর বেশী
রাখতে পারো দূরে আমায়
মনের ঝালে ঢের বেশী।

কাহাফেক ০২৮৯:

# মানুষরূপে প্রভু আমায়

মানুষরূপে প্রভু আমায়
করেন সৃজন পরম কৃপায়
অধম আমি তাও না বুঝি
পুণ্য ভুলে পাপকে খুঁজি ।

মানব রূপে শ্রেষ্ঠ জনম
কিন্তু জীবন পশুর অধম
এই যে এত ব্যাধি মরণ
তাও প্রভুকে হয় কি স্মরণ?

ডাকছে দোযখ হয়তো মোরে
পাপ করি তাই বারে বারে
পাপের পথে যাবনা আর
হোক বধোদয় মোদের সবার ।

কৃপা করো হে রব মোরে
পাপ থেকে চাই থাকতে দূরে।

কাহাফেক ০২৯০:

## নবীন মনে প্রবীণ তরে

নবীন মনে প্রবীণ তরে
শ্রদ্ধাবোধের এমন ধারা
দেখে অনেক মুগ্ধ হলাম
চিত্ত হলো আত্মহারা।

বৃদ্ধাবাসে থাকেন যারা
স্বজনহারা নেই উপায়
যুব সমাজ এগিয়ে এলে
থাকবে তারা সুখের ছায়।

আজকে নবীন কালকে প্রবীণ
এইতো রীতি জনমভর
নবীন-দলের যত্নে হবে
বৃদ্ধাবাসে সুখ-পসর।

কাহাফেক ০২৯১:

## প্রভুর দয়ায় বৃক্ষ লাগাই

প্রভুর দয়ায় বৃক্ষ লাগাই
ফল দিতে কী পারি তাতে?
সে ফল আসে আল্লাহ পাকের
দয়া দানের ভান্ড হতে।

প্রভুর দয়ায় ফসল বুনি
ফসল কাটি তাঁর-ই দয়ায়;
বাড়িয়ে তোলা ফলন দেয়া
সবি যে হয় তাঁর মহিমায়।

খোদার রহম ভুলে মোরা
দুহাত ভরে পাপ কামাই ;
সরল পথে ফিরতে হবেই
নইলে যে আর উপায় নাই।

অনুজ অবুঝ নয় কবি আজ
প্রবীণ প্রাণে প্রজ্ঞাময়
লেখার হাতে ফলছে সোনা
করছে সবার চিত্তজয়।

কাহাফেক ০২৯২:

## চাষা বলে ত্যাজ্য করি

চাষা বলে ত্যাজ্য করি
যাদের ভাষা-বেশভূষা
তাদের ফসল হয় খেতে ক্যান
করতে পারো জিজ্ঞাসা।

চাষার পুতে লাঙল ঠেলে
ফলায় ফসল রক্ত-ঘামে
তাদের বুকে পা দাপিয়ে
রক্তচোষার হর্ষ নামে।

তাই বলি হে চাষার ছেলে
ভাষায় হানো বজ্রবান
দাও জানিয়ে তুমিই সেরা
অন্নদাতার অবস্থান।

কাহাফেক ০২৯৩:

## কবিমন ছুটে যায়

কবিমন ছুটে যায়
কবিতার খাতাটায়
অভিসারে যেনো যায়
প্রেম-জুটি ভীরু পায়।

উচাটন কবি-হিয়া
ভাবাবেগে উছলিয়া
ছুটে আশা ভাষা নিয়া
মহাদায়ে নিরুপায়।

কাহাফেক ০২৯৪:

## যুদ্ধে কেহ চাইলে বিজয়

যুদ্ধে কেহ চাইলে বিজয়
ভাবে রণে যাবার আগে
লাফ দিয়ে ঘাষ যায় খেতে সব
বেকুব গরু পাগলা ছাগে।

দাদার ডাকে গাধারা যায়
জিন্দাবাদের জিগির তুলে
ভাই সহমত বলতে পাগল
বিকিয়ে জীবন পটল তোলে।

কাহাফেক ০২৯৫:

## মাংশাসী প্রাণিকুল

মাংশাসী প্রাণিকুল যত আছে দুনিয়ায়
মানুষের নামটাই শীর্ষে এ তালিকায় ।
খাদ্যের অভ্যাসে জানোয়ার ও মানুষে
মিলবেনা ভেদাভেদ উঁচুনীচু তালাশে।

ক্ষুধা পেলে খায় বাঘ প্রাণী করে সংহার
মানুষেরা তাই করে অন্যথা নেই তার।
ভুলে যাই কে কী খাই বিবেচনা ক্ষমতার
তুলনায় সেরা দেখি লায়ন ও টাইগার।

তাই হলে সেরা কেউ শক্তি ও সাহসে
সিংহ ও বাঘ বলে খেতাবটি পায় সে।
তারপরও কথা থাকে সবিনয়ে বলা যায়
মহাজন কোন দোষে পশু নামে খ্যাতি পায়?

মহাবীর দেশনেতা তারে বলি বাঘা বীর
দেবতার অবতারে নৃসিংহ করি স্থির ।
মানুষেরা সৃষ্টির সেরা জীব দুনিয়ায়
মানুষের পশু নামে খেতাব কি শোভা পায় ?

নরকুলে যদি কেউ হীন কাজে মতি হয়
ঘৃণিত সে মানুষের নরপশু খ্যাতি হয়।
মন্দের মন্দ যে খ্যাত পশু অভিধায়
ভালোর ভালোরা কেন পশু হবে বলো হায়!

যুগে যুগে এই ভুল চলে আসা ঠিক নয়
ঘুচে যাক মানুষের পশু নামে পরিচয়।

কাহাফেক ০২৯৬:

## সময় যদি পাথর হতো

সময় যদি পাথর হতো
কেমন করে চলতো তা ?
স্থবির হতো বিশ্ব জগত
নিথর হতো ব্যস্ততা।

হৃদয় পটে অতীত ভাসে
শিলায় যেনো বন্দী কাল;
বাস্তবে হায় সময় হারায়
ছড়িয়ে গুহায় চক্রজাল।

যেই ছবিতে দুটি হৃদয়
তরুণ দেহের মোড়কটায়;
দেখা গেলেও বাস্তবে তা
তেমনটি আর নয় ধরায়।

কাহাফেক ০২৯৭:

## প্রেম-পিয়াসি হৃদ-জমিনে

প্রেম-পিয়াসি হৃদ-জমিনে
প্রেম বিহনে দারুণ খরা
কষ্টে মাটি তামা হলো
ফল ফসলে ধরলো মরা।

আবার তখন বর্ষা এলো
প্রাণ প্রেয়সি আসলো যখন
জমিন হলো সবুজ শ্যামল
শীতল হলো প্রেমার্থী মন।

কাহাফেক ০২৯৮:

# ছিলে তুই প্রজাপতি

ছিলে তুই প্রজাপতি  আমি ছিনু  ফুল
ধরা দিতে রাঙা ঠোঁটে করিনি তো ভুল।
মধু হয়ে যবে তুই জমেছিলে ফুলে
পাখি হয়ে চঞ্চুতে নিয়েছিনু তুলে।

তোর মনে ছিল যবে জলকেলি তৃষা
নদী জল হয়ে আমি মিটিয়েছি আশা।
কত সুখ পেতি তুই ঝরা জলে ভিজে
তাই আমি হয়েছিনু ঝিরিধারা নিজে ।

ভালবেসে বুকে তুলে নিবে ছিলো জানা
তাই শেষে হয়েছিনু গলায় গহনা।
যুগে যুগে যেথা যাও আমি থাকি পাশে
কখনো বা ভেতরে প্রাণ কখনো খোলসে।

পাশা পাশি কাছাকাছি বাহির ভেতর
চিরায়ত ফুল  আর  সুজন ভ্রমর।

কাহাফেক ০২৯৯:

# বাবা দিবস ও মা দিবস

পিতামাতা পরম গুরু
তারাই পরম শ্রদ্ধেয়;
তাদের সেবায় মিলবে মোদের
পরকালের পাথেয় ।

স্বর্গ যদি কেউ পেতে চায়
পিতা মাতার সেবা ছাড়াই ;
নরকবাসের বার্তা পাবে
সেই অধমে খুব সহসাই।

নয় শুধু তাই বৎসরে দুই
রবিবারের দায়সারা খোঁজ;
পিতা মাতার সেবা করি
প্রতিটা ক্ষণ প্রতিটা রোজ ।

কাহাফেক ০৩০০:

# প্রবীণের অধিকার ও বৃদ্ধাশ্রম

ছাত্রাবাসে ছাত্র থাকে বৃদ্ধাবাসে বৃদ্ধ
যদিও এটি খুব প্রয়োজন তবুও প্রশ্নবিদ্ধ ।
ঢালাও ভাবে প্রায় সকলের নেতিবাচক মন
দেন না আমল বৃদ্ধাবাসের কত প্রয়োজন।

প্রচার করেন শুধুই যেনো বৃদ্ধাবাসের দোষ
ছেলেমেয়ের উপর ঝাড়েন আচ্ছামতো রোষ।
এমন রাগী বিচারকে সমাজখানা ঠাঁসা
যেনো তাদের মনেই কেবল ভালোবাসার বাসা !
ছেলেমেয়ের কষ্ট কতো রাখতে সকল কুল
সেই কথাটি বুঝতে কী হয় বিচারকের ভুল ?

ধর্ম আছে সমাজ আছে আছে মায়া মনে
দশে ন'জন থাকবে সুখে ছেলে মেয়ের সনে।
কিন্তু যারা হাজারে শ' থাকবে নানা ক্লেশ
সেই ক'জনা পিতা-মাতার সেবা করুক দেশ।

তাই বলি ভাই নেতিবাচক মনটা দিয়ে ছুটি
বৃদ্ধাবাসের আয়োজনে নাইবা রাখি ত্রুটি ।
জেলায় জেলায় থানায় থানায় পাড়ায় পাড়ায় আজি
বৃদ্ধ নিবাস গড়তে বলুন কে আছেন রাজি ?

সন্তানেরাও দায় না ভুলুক, দায় না ভুলুক সমাজ
প্রবীণেরা থাকুক হয়ে সবার মাথার তাজ ।

কাহাফেক ০৩০১:

## দীর্ঘজীবন কাটিয়ে কাজে

দীর্ঘজীবন কাটিয়ে কাজে
আজকে যারা বৃদ্ধ শেষে
পরিবার ও সমাজ তাদের
আগলে রাখুক ভালবেসে.

যাদের সবল বাহুর শ্রমে
স্বদেশ আমার উজ্জীবিত
তাদের ভালোর জন্য এদেশ
অগ্রণী হোক উৎসাহিত।

কাহাফেক ০৩০২:

## বাঁচলে মানুষ বদলাবে রূপ

বাঁচলে মানুষ বদলাবে রূপ
অন্ধকূপে ভাটার টান
জোয়ার ভাটার জিন্দেগীতেই
হঠাৎ জীবন অবসান।

কাহাফেক ০৩০৩:

## বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধাশ্রম বলে

বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধাশ্রম বলে শুধু মরা কান্না
বন্ধ হোক এই নেতিবাচক প্রচারণা
যথার্থ প্রবীণালয় রূপে প্রতি বৃদ্ধাশ্রম
সকলের সুদৃষ্টিতে হোক আনন্দ আশ্রম।

কাহাফেক ০৩০৪:

## কবি নই কথা কই

কবি নই কথা কই শুধু ছড়া ছন্দে
সাধারণ হয়ে যেনো থাকি ভালো মন্দে।
অতি সাধারণ হতে নাই কোন ভয়
শুধু চাই যেনো রই সরলতাময়।

কাহাফেক ০৩০৫:

## বড়কবি ছোটকবি

বড়কবি ছোটকবি কিছু আমি নই
তাই একা চুপি চুপি নিরবেই রই।
বয়সের টানে যেই এসে গেছি খাদে
কথাগুলো সাদা হলো লোহিত-বিষাদে।

কাহাফেক ০৩০৬:

## জীবন যদিও

জীবন যদিও জোয়ার আনে
ফিরবে তাহা ভাটার টানে
এ ভেদ যে বা যারা জানে
জাগবে চেতন তাদের প্রাণে।

কাহাফেক ০৩০৭:

## এইতো সেদিন

এইতো সেদিন আমবাগানের
ছায়ায় বসা ক'টি বালক
প্রবীণ দলে পড়লো এসে
পড়ার আগেই চোখের পলক ।

কাহাফেক ০৩০৮:

## শৈশব হারিয়ে  কৈশোর ছাড়িয়ে

শৈশব হারিয়ে  কৈশোর ছাড়িয়ে
আরো আগ বাড়িয়ে
অবিরত এই ছুটে চলাতে ;

ভাবি এই যৌবন মৌচাক মৌবন
আরো পেতে চায় মন
নিঃশেষ হয় শেষ বেলাতে।

ঘর নিয়ে আসি নাই  কেন ঘর পেতে চাই
ঘরে কেন ঠাঁই নাই
কাঁদে কেন এ বুড়োর মনটা;

আশ্রয় তৃষা কেন  জ্বালা বুকে আনে হেন
নির্বাক থাকি যেন
বাজে যবে বিদায়ের ঘন্টা ।

কাহাফেক ০৩০৯:

## আজকে ফেবু জানিয়ে দিলো

আজকে ফেবু জানিয়ে দিলো
মিত্র জনের জন্মদিন
নাইবা থাকুক পরিচিতি
ভালো থাকুন চিরদিন।

কাহাফেক ০৩১০:

## আলোর মুকুট মাথায় পরে

আলোর মুকুট মাথায় পরে
আসবে রবির সোনার কায়া
সত্য সেদিন  উদয় হবে
জাগবে ফুলের মোহন মায়া ।

ইচ্ছেগুলো স্বাধীন হবে
মুক্তাকাশে মেলবে ডানা
অষ্টধাতুর মাদুলি আর
ঝাড় ফুঁকে তো কাজ হবে না।

সেদিন আমার পুষ্প-অতীত
সক্রিয় মন  সবল বাহু
নতুন দিনের ভালোর আলোয়
হটিয়ে দেবে সকল রাহু।

কাহাফেক ০৩১১:

## খলসে মাছের সাধ ছিল খুব

খলসে মাছের সাধ ছিল খুব
খোলস নিবে পালটিয়ে
কাটলো বধু রাঁধলো তারে
লংকাবাটা ঝাল দিয়ে।

খোলসটাকে পালটানোতেই
গজের মরণ কিস্তিমাত
খোলস বদল তারাই পারে
যারা আসল সাপের জাত।

আমরা যারা চুনোপুঁটি
অল্পজলের খলসে পোনা
সাধ্য যে নেই হতে কভু
মা মনসার মানিক সোনা।

কাহাফেক ০৩১২:

## চিত্ত ভরা ভুবন জোড়া

চিত্ত ভরা ভুবন জোড়া
ভালবাসায় বিশালতায়
বাউল মেঘে আলোর পাখি
সুরের ধারা নিত্য ছড়ায়।

মাটির ধুলো সোনার রেণু
আবীর রাঙা সাঁঝের বেলায়
কবির হৃদয় উজল হলো
মহাকালের বিজয়লীলায়।

কাহাফেক ০৩১৩:

# সময় যোনো আজকে পাথর

সময় যোনো আজকে পাথর
ঘড়ির কাঁটায় চলছে না
সময় যেনো আজকে বোবা
টিক টক টিক বলছে না ।

সময় যেনো আটকে আছে
তাড়া দিলেও নড়ছে না
বৈরী বায়ে সময় এখন
সাধ্য নিয়ে লড়ছে না।

কোভিড উনিশ মহামারী
ভিলেন বীরের ফন্দিতে
সময় এখন দুঃসময়ে
জীবন মরণ সন্ধিতে।

কাহাফেক ০৩১৪:

# জমি বাড়ি আসন কড়ি

জমি বাড়ি আসন কড়ি
প্রতিপত্তি প্রভাব জাল
সবই ফেলে মানুষ চলে
যায় কবরে চিরকাল ।

হায়রে সাধু ভবের যাদু
করলো তোমায় পাগল এতো
কবর কালের পরীক্ষাতে
উতড়াবে কি ভাগ্যাহত!

কাহাফেক ০৩১৫:

## চুলে কলপ মনেতে রঙ

চুলে কলপ মনেতে রঙ
সাজ বদলের ছবি ;
ষাট বছরে খোকা হতে
বলে গেছেন কবি।

কাহাফেক ০৩১৬:

## যন্ত্র গুলো মন্ত্র বলে

যন্ত্র গুলো মন্ত্র বলে
কী হতো হায় মানুষ হলে
আসল মানুষ চোখের জলে
ভাসতো শুধু হাসার ছলে।

এখন মানুষ যন্ত্র নিজেই
মনটা যে তাঁর আছে কী নেই
মুখোশ পরা সব মুখেতেই
কান্না হাসির সাধ্যও নেই।

যন্ত্র-মানব দেখে  তখন
বিস্ময়ে থ’ মানুষ হতো
যন্ত্র হয়ে মানুষ এখন
বিকল ফুটো ফানুস মতো ।

কাহাফেক ০৩১৭:

## এবার ঈদে আসবে না কেউ

এবার ঈদে আসবে না কেউ
যাবে না কেউ কোথাও
আসা যাওয়া মেলা মেশা
এবার ঈদে উধাও।

এবার ঈদে আনন্দে কেউ
নাচবে না তো আর
আনন্দটা করবে কেবল
কোভিড জানোয়ার।

কাহাফেক ০৩১৮:

## কানে শুধু নয়কো তুলো

কানে শুধু নয়কো তুলো
পিঠেও কুলো বেঁধে
শব্দ এবং জব্দ বাঁচাও
কায়দা কোশেষ ফেঁদে।

নইলে কাঁঠাল পাকিয়ে দেবে
কিলিয়ে ধরে বেঁধে
কাটবে বাকি কষ্ট জীবন
অষ্ট প্রহর কেঁদে।

কাহাফেক ০৩১৯:

## একটা দুটা শাহেদ খালেদ

একটা দুটা শাহেদ খালেদ
একটা দুটা সাবরিনা
একটা দুটা পাপিয়া আর
একটা দুটা পাপুল না।

এমন আছে লাখে লাখে
ঝাঁকে ঝাঁকে সোনার চাঁদ;
সব কটাকে ধরতে হবে
একযোগে তাই পাতুন ফাঁদ।

একটা ধরি একটা ছাড়ি
ধরতে ধরতে ছয় শো মাস
ছাড়া গরু ছয়শো মাসে
ধান খেয়ে সব করলো নাশ।

একটা ধরে খোয়াড়ে দেই
দশটা থাকে বাইরে ষাঁড়
জন্মহারে ষন্ড সেরা
দশটা থেকে দশ হাজার।

তাই প্রতিকার চাইলে করি
শুদ্ধ মনে অংগীকার
দেশ বাঁচাতে কয়েদ করি
একযোগে সব দুষ্ট ষাড়।

( বিঃদ্রঃ ছয়শো মাস বলতে স্বাধীনতার অর্ধশত বর্ষ)

কাহাফেক ০৩২০:

## কন্ঠে কবির সত্য কথা

কন্ঠে কবির সত্য কথা
নজর কাড়া এই কবিতা ।
সারা দেশে পড়বে সাড়া
দেখবে কী হায় অই তাহারা?

বৈশাখী ঝড় মোদের যখন
মহোৎসবে ওরা তখন।
আষাঢ় শ্রাবণ যখন মোদের
পুলকধারা তখন ওদের ।

যখন মোদের ভাদর কাতি
তখন তাদের মাথায় ছাতি।
মোদের যখন পৌষ ও মাঘ
লেপ গায়েতে ওরা বাঘ।

মোদের যখন চৈতে খড়া
ওদের জীবন রসে ভরা ।
অগ্রহায়ন জৈষ্ঠ্য ফাগুণ
ওদের সুখ ও মোদের আগুণ ।

মত্ত ওরা বিত্ত ভোগে
চিত্ত ও চোখ সুখ সুযোগে
ওদের দেখার সময় কোথা
কি কথা কয় কোন কবিতা ?

কাহাফেক ০৩২১:

## বৃক্ষ মানব

বৃষ্টিধোয়া শ্যমল তরু
বাগানবাড়ির চত্বরে
নয়নলোভা স্নিগ্ধ শোভা
সুখ এনে দেয় অন্তরে।

হালকা সবুজ পলকা সবুজ
গাঢ় সবুজ বিন্যাসে
বাদল দিনের বৃক্ষ নবীন
শুদ্ধ সমীর উল্লাসে।

সরল সখা গাছগাছালি
মিত্র পরম প্রকৃতির
তাদের মতো হতে মোদের
করা উচিত মনস্থির।

এই পৃথিবীর হাসি গানে
বৃক্ষরাজি নিরব প্রাণ
সকল গতির যন্ত্রে তারা
দিচ্ছে ফুয়েল অফুরান।

বুঝবে জগত বৃক্ষজীবন
যখন হবে অবসান
থাকবে তামা পোড়ামাটি
থামবে প্রাণীর কলতান।

তাই সবুজের চিত্রপটে
মনকে করি শুদ্ধ মতি
বৃক্ষমানব সখ্যতাতে
মিলবে আসল প্রাণ-প্রকৃতি।

মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
e-Mail: kamrulhasan58@yahoo.com
Face Book: Kamrul Hasan Ferdous